দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 29 JUL 1987
পৃষ্ঠা ৫ কলাম 3

26

শিক্ষাঙ্গন

বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব

একটি জাতির সুখ, সমৃদ্ধি ও উন্নতি নির্ভর করে শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থার উপর। সুশিক্ষা অর্জন করে মানব জাতি সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠে। সুশিক্ষা হতে গঠিত হয় চরিত্র এবং সুপ্ত জ্ঞানের বিকাশ। ফলে মানুষ খুঁজে পায় জীবিকা অর্জনের উপায়। শিক্ষার মাধ্যমে মানবজাতি নিজেদেরকে পরিবেশের সংগে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে চেষ্টা করে এবং জীবন সংগ্রামের প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। সুষ্ঠু জীবন-যাপনের জন্য শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। মানবজাতি বিভিন্ন মাধ্যমে এই শিক্ষা অর্জন করে থাকে। বর্তমান যুগে শিক্ষা অর্জনের প্রধান মাধ্যম বিবিধ ধরনের এবং বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

এই যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম। যে দেশ বিজ্ঞান এবং কারিগরি জ্ঞানে যত উন্নত সে দেশ তত সমৃদ্ধশালী। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের অধিবাসী অথবা যারা আজ এত সমৃদ্ধশালী তারা কি পূর্বে এই উপমহাদেশের লোক অপেক্ষা উন্নত ও সমৃদ্ধশালী ছিল? মোটেই না। বরং তারা এই উপমহাদেশের লোক অপেক্ষা অনেকাংশে অনুন্নত ছিল। পরবর্তীকালে তাদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে তারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের উৎকর্ষতার মাধ্যমে সমৃদ্ধশালী জাতিতে পরিণত হয়। কিন্তু আমাদের ভাগ্য ছিল তাদের বিপরীতে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এই উপমহাদেশের লোক পরাধীন জাতিতে পরিণত হয়। পরাধীন থাকাকালীন তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা আমাদেরকে অনেক পেছনে ঠেলে দিয়েছে। বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ক শিক্ষা হতে এই উপমহাদেশের লোক বঞ্চিত হয়েছে। ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিক্ষা-দিক্ষায় আমরা পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের লোকদের সাথে ভারসাম্য বজায় রাখতে অপারগ হয়ে পড়ি। সে কারণে আজ আমরা অনুন্নত।

বিজ্ঞান ও কারগিরি জ্ঞানে আমরা অনুন্নত বলে সর্ববিষয়ে আমদিগকে বিদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। তবুও আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার বিশেষভাবে দৃষ্টি দেয়া হচ্ছে না।

উল্লেখ্য, আমাদের দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের কোন অভাব নেই। কিন্তু বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা প্রদানের অভাবে আমরা সে সম্পদকে কাজে লাগাতে পারছি না। আমরা যদি জ্ঞান-গরিমায় উন্নত হতে পারি, তবে আমাদের সম্পদকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে সক্ষম হবো এবং পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে পরিগণিত হতে পারব। তার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন এবং নিজেদের উপর আস্থা স্থাপন।

অবশ্য গত কয়েক বছর ধরে নিয়মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে বিজ্ঞান বিভাগ খোলার আয়োজন করা হচ্ছে তাতে কোমলমতি ছেলে-মেয়েদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এতে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলীর জন্ম দেবে। এছাড়া উপজেলাগুলোতে বর্তমানে কমিউনিটি স্কুল খোলা হচ্ছে (যেখানে অষ্টম শ্রেণী হতে দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ রয়েছে)। এতে যদি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হয়ে থাকে তবে বিজ্ঞান ও কারিগরির দিক দিয়ে আমরা অনেকাংশে উন্নত হতে পারব। এর সাথে সাথে আমাদের দেশে যে সকল বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞান অর্জনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলোর দিকে আমাদের বেশী নজর দিতে হবে। এই প্রেক্ষাপটে আমরা বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের দিক দিয়ে এগিয়ে যেতে পারব বলে আমাদের বিশ্বাস।

—মোঃ মাঈন উদ্দিন তারেক